ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির মুক্তির দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন

জাসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি কাজী আরেফসহ দলটির কেন্দ্রীয় ৫ নেতা হত্যা মামলার ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি রওশন আলীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদ গেটে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন রওশন আলীর ছেলে আমির হামজা। এছাড়া এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নিয়ে রওশন আলীর মুক্তির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার কালিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সন্ত্রাসবিরোধী এক জনসভা চলাকালীন সময়ে সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি গুলি ও বোমা হামলা চালায়। ঘটনাস্থলে নিহত হন জাসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি কাজী আরেফ আহমেদ, কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সভাপতি লোকমান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইয়াকুব আলী, স্থানীয় জাসদ নেতা ইসরাইল হোসেন ও সমশের মণ্ডল।

ঘটনার দিনই পুলিশ বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করে। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের সাড়ে ৫ বছর পর ২০০৪ সালের ৩০ আগস্ট কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালত ১০ আসামির ফাঁসি ও ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। আপিলের পর ২০০৮ সালের ৫ আগস্ট হাইকোর্ট রওশন আলীসহ ৯ জনের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখে এবং একজনকে খালাস দেয়। এছাড়া ১২ জনের সাজা মওকুফ করা হয়।

এসময় মামলার এজাহারভুক্ত ১৯ নং আসামি রওশন আলী পলাতক ছিলেন। ২০২১ সালের ১৬ আগস্ট রাজশাহী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বর্তমানে তিনি যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন।

পরিবারের দাবি, আওয়ামী লীগ সরকারের রোষানলে পড়ে তৎকালীন কাজিপুর

ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রওশন আলীকে এই মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন মেহেরপুরের সন্তান অ্যাডভোকেট আসিফ হাসান

প্রথমবারের মতো বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেলেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান অ্যাডভোকেট আসিফ হাসান। তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে এবং সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে অ্যাডভোকেট আসিফ হাসানসহ মোট ২৫ জনকে হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন।

শপথ গ্রহণের দিন থেকে আগামী দুই বছরের জন্য তাঁরা হাইকোর্ট বিভাগে দায়িত্ব পালন করবেন।

অ্যাডভোকেট আসিফ হাসান মেহেরপুর শহরের কোর্ট রোডের বাসিন্দা এবং মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি মরহুম অ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদের যোগ্য উত্তরসূরি।

মেহেরপুর বন্ধুসভার বৃক্ষরোপন

ও বিতরণ কর্মসূচী পালিত

প্রথম আলো মেহেরপুর বন্ধুসভার বৃক্ষরোপন ও কর্মসুচী পালিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে কর্মসুচী পালিত হয়।

কর্মসুচীতে উপস্থিত ছিলেন, বন্ধুসভার সভাপতি ও সরকারি মহিলা কলেজের উপাধক্ষ আব্দুল্লাহ আল আমিন, সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ, বন্ধসভার যুগ্ন সম্পাদক আশিক রাব্বি, অ্যন্দ্রিয়া সরকার, ফারিয়া, শিমুলসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

এসময় তিনটি আমড়া গাছের চারা রোপন করা হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ২০০টি ফলজ, বনজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়। মেহগনি, লেবু, কদবেল, মহানিম, আমড়া গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

বৃক্ষরোপন কর্মসুচীতে সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, প্রতিটি শিক্ষার্থীকে দুটি করে বৃক্ষরোপন করতে হবে। আমাদের দেশ, আমাদের পরিবেশ, আমাদের সমাজ আমাদের দায়িত্ব তা রক্ষা করা। চলো গড়ি সবুজ দেশ। সড়কের পাশে খালি যায়গায় আমরা চারা গাছ রোপন করে সবুজে ভরে তুলি দেশ।

মেহেরপুরে ৮ জলাশয়ে ৪০০ কেজি পোনা অবমুক্ত

“অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি” এ স্লোগানকে সামনে রেখে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় অভ্যন্তরীণ জলাভূমি, বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত, প্লাবনভূমি ও প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে পোনা অবমুক্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর পৌর গড়পুকুরে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাধন চন্দ্র সরকার, সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আখি, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, জেলার বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মোট আটটি স্থানে প্রায় ৪০০ কেজি দেশি মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশি মাছের প্রজাতি সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের প্রোটিন চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন কর্মকর্তারা।

মেহেরপুরের সহকারী প্রকৌশলী মাকবুলার আর নেই

মেহেরপুর জেলা জনস্বাস্থ্য অফিসের সহকারী প্রকৌশলী মাকবুলার রহমান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

গতকাল সোমবার রাত ১১ টার দিকে মেহেরপুরের পুরাতন বাসস্ট্যাণ্ডপাড়ার নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াত মাকবুলার রহমান দীর্ঘ ১৪ বছর প্রোস্ট্রেট ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলেসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহি রেখে গেছেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার বাগোয়ান গ্রামে। তিনি চাকরির সুবাদে দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুরে বসবাস করছিলেন।

মরহুমের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাযা শেষে মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে দাফন করা হবে।

সরকারের ‘ট্যুরিজম মিডিয়া ফেলোশিপ’ পেলেন মেহেরপুরের মাসুদ রুমী

সাংবাদিকতায় এক অনন্য স্বীকৃতি পেলেন কালের কণ্ঠের চিফ বিজনেস এডিটর মো. মাসুদ রুমী। এভিয়েশন ও পর্যটন খাতের সমস্যা, সম্ভাবনা ও নীতিগত উন্নয়ন নিয়ে ধারাবাহিক তিন পর্বের বিশেষ প্রতিবেদন করার জন্য তিনি পেয়েছেন ‘ট্যুরিজম মিডিয়া ফেলোশিপ সম্মাননা-২০২৫’।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সংস্থা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) ২০১৩ সালে এই ফেলোশিপ চালু করে। এবার মোট ১০ জন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিক এ সম্মাননা অর্জন করেন। উলেখযোগ্য বিষয় হলো, মাসুদ রুমীর জন্য এটি তৃতীয়বারের মতো সরকারি এই ফেলোশিপ প্রাপ্তি।

আজ সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফেলোশিপ প্রাপকদের হাতে অর্থ চেক ও সনদ তুলে দেন বিটিবি’র পরিচালক ও যুগ্ম সচিব সালেহা বিনতে সিরাজ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ (এটিজেএফবি)- এর সভাপতি তানজিম আনোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক বাতেন বিপ্লবসহ অন্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দেশের এভিয়েশন ও পর্যটন খাতকে এগিয়ে নিতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফেলোশিপ প্রাপ্ত সাংবাদিকরা ইতিমধ্যেই ৩০টি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এসব বিষয় তুলে ধরে জাতীয় আলোচনায় এনেছেন।

সাংবাদিকতায় পথচলা: মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার সন্তান মাসুদ রুমী সাংবাদিকতায় ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ব্যবসা, অর্থনীতি, বেসরকারি খাত, তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিকম, পর্যটন ও উন্নয়ন সাংবাদিকতায় তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

২০০৯ সালের ১ জুলাই কালের কণ্ঠের সূচনালগ্ন থেকে দীর্ঘ ১৬ বছর তিনি এ পত্রিকায় বিজনেস এডিটর, চিফ বিজনেস এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি শফিক রেহমান সম্পাদিত দৈনিক যায়যায়দিন-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। এছাড়া দৈনিক নতুন ধারা ও দৈনিক আমাদের সময়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি কাজ করেছেন সাপ্তাহিক ২০০০, সায়েন্স ওয়ার্ল্ড, শিক্ষা সংবাদসহ নানা গণমাধ্যমে। টেলিভিশনে শফিক রেহমানের জনপ্রিয় আর্ট শো ‘লাল গোলাপ’-এ ও তিনি কাজ করেছেন।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি: সাংবাদিকতার পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে মাসুদ রুমী পেয়েছেন একাধিক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মাননা। যুক্তরাষ্ট্রের সিএমও কাউন্সিল কর্তৃক ব্র্যান্ড লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড (২০১২) এবং কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে সম্মুখসারির সাংবাদিক হিসেবে ‘অ্যামচেম ফ্রন্টলাইন জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড ২০২০’ তার মধ্যে উলেখযোগ্য। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড থেকেও তিনি এর আগে দুবার ফেলোশিপ পেয়েছেন।

মাসুদ রুমী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসএস (সম্মান) ও প্রথম শ্রেণিতে এমএসএস ডিগ্রি অর্জন করেছেন। সাংবাদিকতা জীবনে তিনি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি দেশের বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছেন। তার সহকর্মীরা বলেন, সংবাদকে গভীরভাবে দেখা, বিশ্লেষণ করা এবং একইসঙ্গে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করাই তার শক্তি।

মেহেরপুরের এসপি ওএসডি, নতুন এসপি মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী

দেশের সাত জেলায় নতুন পুলিশ সুপার নিয়োগ দিয়েছে সরকার। পাশাপাশি ছয় পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ

এক প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগ ও বদলির আদেশ জানায়। প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ, পুলিশ-১ শাখা নম্বর:- ৪৪,০০,০০০০,০৯৪.১৯.০০১.২২-৪০৮ প্রজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকীকে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার করা হয়েছে এবং মাকসুদা আকতার খানমকে বদলিকরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ সুপার (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওএসডি) করা হয়েছে।

এছাড়াও শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আল মামুন শিকদারকে বরগুনার পুলিশ সুপার করা হয়েছে। পিবিআইয়ের (পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামানকে বাগেরহাটের পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

পুলিশ অধিদপ্তরের মো. মেনহাজুল আলমকে নরসিংদীর পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনকে নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার করা হয়েছে। এসবির বিশেষ পুলিশ সুপার মো. রবিউল ইসলামকে নড়াইলের পুলিশ সুপার করা হয়েছে। হাইওয়ে পুলিশের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলামকে নাটোরের পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালিত

“মাতৃদুগ্ধকে অগ্রাধিকার দিন, টেকসই সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন” এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ।

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান ও জেলা সিভিল সার্জন অফিসের আয়োজনে দিনটি উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র্যালির আয়োজন করা হয়।

আজ সোমবার সকাল ৯টার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল থেকে একটি র্যালি বের হয়। র্যালিটি হাসপাতাল সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিটির নেতৃত্ব দেন সিভিল সার্জন ডা. একেএম আবু সাঈদ। পরে সিভিল সার্জন মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এসময় সেবিকা ও জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা- কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মেহেরপুরের নতুন ডিসি

মেহেরপুর, পটুয়াখালী, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনা ও খুলনায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। ডিসিদের মধ্যে তিনজনকে বদলি করা হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মেহেরপুরের ডিসি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোহাম্মদ শাহিন হোসেন চৌধুরীকে পটুয়াখালী, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জামানকে নেত্রকোনার ডিসি করা হয়েছে।

পটুয়াখালীর ডিসি আবু হাসনাত মোহামদ আরেফিনকে কুষ্টিয়া, মেহেরপুরের ডিসি সিফাত মেহনাজকে কুড়িগ্রাম এবং কুষ্টিয়ার ডিসি মো. তৌফিকুর রহমানকে খুলনার ডিসি করা হয়েছে।

অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি এসপির

যদি কারো মোবাইল থেকে অনলাইন ক্যাসিনোর অ্যাপ পাওয়া যায়, সেটাই তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবে, আদালতে সোপর্দ করবে এবং দুই বছরের কারাদণ্ড, এক কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে (বিচারের মাধ্যমে)।
এই জন্য আমি সবার মাধ্যমে জানাতে চাই, যদি কারো অনলাইন ক্যাসিনো খেলার কোনো অ্যাপ থাকে, তাহলে সেটি মুছে ফেলুন। আজ থেকে আমরা চিরুনি অভিযান পরিচালনা করব।

সোমবার (২৫ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে “পুলিশই জনতা, জনতাই পুলিশ” প্রতিপাদ্যে কমিউনিটি পুলিশিং বিষয়ে এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম।

তিনি আরও জানান, সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫-এ অনলাইন জুয়ার ব্যাপারে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। এ অধ্যাদেশের ২০ ধারায় ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান আছে। আমাদের আইন, আমাদের ধর্ম সবই জুয়াকে নিষিদ্ধ করেছে। আপনার সন্তানসহ আত্মীয়-স্বজন যাতে অনলাইন জুয়ায় সম্পৃক্ত না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক করবেন। মোবাইলে জুয়ার অ্যাপ রাখা অপরাধ। তাই সাংবাদিক ও অভিভাবকবৃন্দের নিকট জানানো যাচ্ছে যে, এ বিষয়ে প্রচারণা চালাবেন।

তিনি বলেন, ইসলাম ধর্মসহ সব ধর্মেই আত্মহত্যাকে মহাপাপ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ জেলায় আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। অনেকে কলহের জেরে আত্মহত্যা করে থাকেন। আমরা এখন থেকে আত্মহত্যার প্ররোচনাকারীর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ধারায় নিয়মিত মামলা রুজু করার ব্যবস্থা নেব। এক্ষেত্রে লাশের পোস্টমর্টেম না করলে নিয়মিত মামলা করা যায় না।
তিনি আরো বলেন, অনেক অভিভাবক তার স্কুল-কলেজ পড়ুয়া সন্তানকে মোটরসাইকেল কিনে দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে আপনি কিন্তু আপনার সন্তানকে

মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। পারিবারিক সচেতনতা সবচেয়ে জরুরি। বেপরোয়া যানবাহন এবং কাগজপত্রবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে আমাদের যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ইভটিজিং, কিশোর গ্যাং এবং স্কুল পালিয়ে হোটেল-রেস্তোরাঁয় আড্ডা দেওয়া অল্প বয়সে গ্যাং তৈরির মাধ্যমে অপরাধীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলবে বলে জানান তিনি।

পরে, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের অভিযানে উদ্ধার হওয়া ১২২টি মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া অর্থ প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়।

মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার বিষয়ে তিনি বলেন, সাইবার জগতের বিভিন্ন অপরাধ যেমন বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে টেলিগ্রাম জালিয়াতি চক্র, বিকাশ প্রতারক চক্র, অনলাইনে কেনাকাটা সংক্রান্ত প্রতারণা চক্রসহ নানা ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতির শিকার হওয়া ভুক্তভোগীদের নিয়মিত আইনি সেবা প্রদান করছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালের জুন-জুলাই মাসে সাইবার স্পেসে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ হওয়া সর্বমোট ৯ লাখ ১৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতারণা চক্রের তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন সময় বিকাশ এবং নগদ মোবাইল ব্যাংকিংয়ে ভুলক্রমে এক নম্বর থেকে অন্য নম্বরে চলে যাওয়া ১ লাখ ১ হাজার ৩০০ টাকা সহ সর্বমোট ১০ লাখ ১৮ হাজার ৩০০ টাকা জেলার সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দিয়েছে। সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশনের সকল সদস্য পেশাদারিত্বের সাথে উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোনগুলো প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আজকের এই আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়া মেহেরপুরের তিনটি থানায় ডায়েরিকৃত সাধারণ ডায়েরির ভিত্তিতে জুন-জুলাই মাসে সর্বমোট ১২২টি হারানো মোবাইল সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল উদ্ধার করেছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর থানার ৪১টি, গাংনী থানার ৬৪টি এবং মুজিবনগর থানার ১৭টি মোবাইল অন্তর্ভুক্ত। উদ্ধারকৃত ১০ লাখ ১৮ হাজার ৩০০ টাকার মধ্যে মুজিবনগর থানার মামলায় ৯ লাখ ১৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে, যা প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছিল।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও প্রশাসন) জামিরুল রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আব্দুল করিম, ডিবির ওসি গোপালসহ পুলিশের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।